Bangladesh Garment Manufacturers
& Exporters Association
"Made in Bangladesh with Pride"

FARUQUE HASSAN
PRESIDENT

সার্কুলার নংঃ বিজিএ/কাস/২০২২/ ৯০ তারিখঃ ১০/০৫/২০২২

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয় ঃ চট্টগ্রাম বন্দর হতে দ্রুত আমদানিকৃত পণ্য খালাসকরণ প্রসঙ্গে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বিগত ৭-৮ মাস ধরে চট্টগ্রাম বন্দরে তৈরি পোশাক শিল্পের আমদানি পণ্য খালাস ও রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরনের ক্ষেত্রে কোনরকম জাহাজের জট বা কন্টেইনার জট পরিলক্ষিত হয়নি। বিজিএমইএ হতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম, অফডক, শিপিং লাইন, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডারসহ সকল স্টেক হোল্ডারদের সাথে একাধিক সভা এবং মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিস্থিতি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। বিজিএমইএ'র পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর ও অফডক পরিদর্শন করে পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়ন সাধনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়াও বন্দরে পণ্য সংরক্ষনের জন্য অতিরিক্ত গুদামের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নতুন ইকুইপমেন্ট সংস্থাপনের ফলে কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয়েছে। এই সার্বিক বিষয়গুলো চট্টগ্রম বন্দরে গত ৭-৮ মাস ধরে কন্টেইনার জট ও জাহাজ জট হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

বর্তমানে রপ্তানি আদেশ বৃদ্ধির ফলে তৈরি পোশাক শিল্পের আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও সম্প্রতি উদযাপিত ঈদ-উল-ফিতরের দীর্ঘ ছুটির কারণে তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকার ফলে চট্টগ্রাম বন্দর হতে আমদানি পণ্য খালাস করা সম্ভব হয়নি। যার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে আবারো কন্টেইনার জট ও জাহাজ জটের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পে যেহেতু রপ্তানি লীড টাইম স্বল্প ও নির্দিষ্ট থাকে তাই বন্দর হতে তড়িৎ পণ্য খালাস করা আবশ্যক। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি বন্দর হতে দ্রুত পণ্য খালাস না করা হয় তাহলে পুনরায় কন্টেইনার জট ও জাহাজ জটের সৃষ্টি হবে যা কোনভাবেই কাম্য নয়। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে সম্প্রতি তৈরি পোশাক শিল্পের আমদানি পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে এইচ.এস কোড সংক্রান্ত জটিলতা সহজীকরন করা হয়েছে। এছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানের বিন লক করা থাকলেও রপ্তানি পণ্য যাতে নির্বিঘ্নে রপ্তানি করা যায় সে বিষয়েও ঢাকা বন্ড কমিশনারেট হতে আদেশ জারী করা হয়েছে।

সম্মানিত সকল সদস্যদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ অনুগ্রহ করে আপনারা উপরোক্ত বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিবেন এবং স্ব স্ব কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিবেন তারা যেন যত দ্রুত সম্ভব বন্দর হতে আমদানি পণ্য ছাড়করনের ব্যবস্থা গ্রহন করে। এটি বন্দরে অনাকাঙ্খিত কন্টেইনার জট ও জাহাজ জট রোধ করতে সাহায্য করবে, রপ্তানির জন্য পর্যাপ্ত কন্টেইনার পাওয়া যাবে এবং এইভাবে সময় ও অর্থ সাশ্রয় করবে।

ধন্যবাদান্তে,

ফারুক হাসান
সভাপতি

BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230.
info@bgmea.com.bd, www.bgmea.com.bd